উপজেলা পরিষদ পাংশা এ স্থায়ী কমিটি
গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
পাংশা, রাজবাড়ী।
www..Pangsha rajbari.gov.bd

পাংশা উপজেলার অক্টোবর /২০২২ মাসের আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি ঃ মোহাম্মদ জাফর সাদিক চৌধুরী
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
পাংশা, রাজবাড়ী স্থান ঃ উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষ
পাংশা, রাজবাড়ী।
তারিখ ঃ ২৮.১০.২০২২ খ্রিস্টাব্দ। সময় ঃ বেলা ১০.৩০ ঘটিকা

সভায় উপজেলা আইন-শৃংখলা কমিটির প্রধান উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোঃ জিল্লুল হাকিম, মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য, রাজবাড়ী-২ এবং উপদেষ্টা জনাব মোঃ ফরিদ হাসান ওয়াদুদ, চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, পাংশা উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্য উপস্থিত সদস্যদের নামের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" তে দেখানো হলো।

সভার প্রারম্ভে সভাপতি গত সভার কার্যবিবরণী পাঠ করে শোনান। কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধন না থাকায় তা দৃঢ়ীকরণ করা হয়। অতঃপর আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ে বক্তব্য প্রদানের জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান।

চেয়ারম্যান, মাছপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ, পাংশা জানান যে, বর্তমানে মাছপাড়া ইউনিয়ন আইন-শৃঙ্খলা স্বাভাবিক কিন্ত মাঝে মধ্যে কিছু সন্ত্রাসী এলাকায় প্রবেশ করে । ৪-৫ দিন আগে কিছু সন্ত্রাসী এলাকায় ঠুকেছিল কিন্ত পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালিয়ে যায়। তিনি এলাকায় পুলিশ টহল জোরদার করার জন্য উপজেলা আইন- শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতি অনুরোধ জানান। চেয়ারম্যান, মৌরাট ইউনিয়ন পরিষদ, পাংশা জানান যে, গত উপজেলা নির্বাচনের পরে মৌরাট ইউনিয়নে সন্ত্রাস, গরু চুরি ও ছিনতাই ইত্যাদি বেড়ে যায়। বর্তমানে মৌরাট ইউনিয়নে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক। তিনি গরু চুরি ও ছিনতাই বন্ধে এলাকায় পুলিশ টহল জোরদার করার জন্য আইন- শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতি অনুরোধ জানান।

চেয়ারম্যান, কসবমাঝাইল ইউনিয়ন পরিষদ, পাংশা জানান যে, বর্তমানে যশাই ইউনিয়নের আইন-শৃঙ্খলা স্বাভাবিক। আগামী ঈদের সময় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে তিনি সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

চেয়ারম্যান, সরিষা ইউনিয়ন পরিষদ, পাংশা জানান যে, বর্তমানে হাবাসপুর ইউনিয়নের আইন-শৃঙ্খলা স্বাভাবিক। তিনি আগামী ঈদের শুভেচ্ছা জনিয়ে ঈদের সময় যেন আইন-শৃঙ্খলা স্বাভাবিক থাকে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সজাগ থাকার জন্য অনুরোধ জানান । চেয়ারম্যান, যশাই ইউনিয়ন পরিষদ, কালুখালী জানান যে, উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের পরে বাহাদুর পুর ইউনিয়নের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভাল ছিলনা। এখনও সে অবস্থা বিরাজমান। ঈদের সময় ঢাকা থেকে যে সমস্ত লোকজন বেড়াতে আসেন সোনাপুর পার হয়ে কিছুদুর গেলে তাদের মালামাল কেড়ে নেয় সন্ত্রাসীরা। কাচারীপাড়া ব্রীজের নিকটও একই অবস্থা। এমতাবস্থায়, ঈদের সময় এলাকায় পুলিশ টহল জোরদার করার জন্য আইন- শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতি তিনি অনুরোধ জানান।

চেয়ারম্যান, পাট্টা ইউনিয়ন পরিষদ, পাংশা জানান যে, সরিষা ইউনিয়নের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি কখনেই ভাল ছিল না। এখনও ভাল নেই তা আমার ভাইয়ের হত্যাকান্ডের মাধ্যমেই প্রতিয়মান হয় । তিনি স্বাধীনতা পূর্ববর্তী এবং স্বাধীনতা পরবর্তী অবস্থা বিবেচনা করে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহবান জানান ।

উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান জানান যে, আমরা এখনও মাদক নির্মূল করতে পরিনি। মাদক নির্মূল করা খুবই জরুরী । এ ব্যাপারে তিনি অফিসার -ইন- চার্জ পাংশা থানা এর সহযোগিতা কামনা করেন।

জনাব মোঃ মেহেদী হাসান, প্রভাষক, পাংশা সরকারী কলেজ জানান যে, পাংশা উপজেলার অবস্থা ভালই ছিল কিন্তু একটি হত্যাকান্ডের মধ্য দিয়ে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে।পূজার সামনে আরও অবনতি ঘটতে পারে । এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুরোধ জানান ।

মৌরাট ইউনিয়নের আওয়ামী লীগ নেতা জানান যে কিছু ঘটনা উপজেলার শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নষ্ট করছে। তিনি অপরাধীদের দ্রুত আইনের আওতায় এনে শান্তির ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি উপজেলা পরিষদের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাদের মোবাইলে হুমকি প্রদর্শনের বিষয়ে সকলকে অভয় দিয়ে বলেন যে, ভয়ের কোন কারণ নাই ওরা কোন ক্ষতি করতে পারবে না । সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করার জন্য পাংশা থানার যৌথ অভিযান প্রয়োজন বলে তিনি জানান। এক থানা অভিযান চালালে সন্ত্রাসীরা অন্য থানায় গিয়ে গা ঢাকা দেয় । কয়েকটি স্পটে পুলিশ টহল জোরদার করার জন্য আইন- শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতি তিনি অনুরোধ জানান।

উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান, জানান যে, মাছপাড়া ইউনিয়নের আওয়ামী লীগ নেতা ঘটনা তিনি বলেন এ ব্যাপারে জরুরী ভিত্তিতে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করা না হলে এ রকম ঘটনা আরও ঘটতে পারে। আত:পর তিনি সকলকে আগাম ঈদের শুভেচ্ছা জনিয়ে বক্তব্য শেষ করেন।
উপজেলা পরিষদের নব নির্বাচিত ভাইস চেয়ারম্যান, জনাব রোকেয়া বেগম বলেন যে, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির এত আবনতি যে সন্ত্রাসীরা আজ একে কাল ওকে মারছে কোন প্রতিবাদ নাই। এর প্রতিবাদ করতে হবে । এ ব্যাপারে তিনি মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষন করেন । তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন এবং সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা জনিয়ে বক্তব্য শেষ করেন।
উপজেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির উপদেষ্টা জনাব মোঃ ফরিদ হাসান ওয়াদুদ, জানান যে, আমাদের পাংশা উপজেলায় হাবাসপুর, বাহাদুরপুর ইউনিয়ন সন্ত্রাসের আখড়া। তিনি বাবুপাড়া ইউনিয়নের অদিবাসীরা পুজার সময় ঢাকা থেকে যারা বাড়িতে আসে তারা যেন নিরাপদে বাড়িতে আসতে পারে সে ব্যাপারে পুলিশ টহল জোরদার করার জন্য তিনি অনুরোধ জানান । উপজেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির প্রধান উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোঃ জিল্লুল হাকিম, মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য, রাজবাড়ী-২, বলেন আমাদের সমস্ত সমস্যার মধ্যে সবচেয়ে বড় সমস্যা সন্ত্রাস। উপজেলা পরিষদের অফিসারদের টেলিফোনে হুমকি দেয়ার বিষয়ে তিনি বলেন আমাদের অফিসারদের যে ভাবে হুমকি দিচ্ছে তা মেনে নেয়া যায় না। তবে যারা হুমকি দিচ্ছে তারা কেউই এলাকায় নাই। মদাপুর, মৃগী, , সাওরাইল ইউনিয়নে বহিরাগত সন্ত্রাসীরা স্থানীয়দের সহযোগিতায় সন্ত্রাস চালায়। তিনি পূজার সময় বিশেষ বিশেষ স্থানে পুলিশ টহল জোরদার করার জন্য অনুরোধ করেন। যে কোন মূল্যে সন্ত্রাস বন্ধ করতে হবে মাদক ,সন্ত্রাস, চুরি নির্মূল করার জন্য আইনের সর্বোচ্চ প্রয়োগ করার জন্য তিনি অনুরোধ জানান। তিনি অবৈধ বালুর ব্যাবসা বন্ধ করার জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহনের অনুরোধ জানান।

অফিসার ইন চার্জ, পাংশা মডেল থানা আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য র্সবোচ্চ ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। মাদক ব্যবসায়ীরা নতুন নতুন কৌশল অবলম্বন করে মাদক ব্যবসা করছে। মাদক থেকে সমস্ত অপরাধের সৃষ্টি । আমরা সবাই মিলে মাদকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবো। পাংশা উপজেলার কিছু কিছু স্থানে চুরি ও ছিনতাই লক্ষ্য করা যাচ্ছে । মুগী থেকে এ পর্যন্ত ২১ জন চোরকে গ্রেফতার করা হয়েছে যাদের নামে একাধিক মামলা রয়েছে । তিনি বলেন বাইরে থেকে চোর এসে পাংশায় কারও নিকট আশ্রয় নেয়। অপরাধীরা অপরাধ করে পালিয়ে যায়। ব্রীজের নিকট হতে ৫-৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । এ ব্যাপারে তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি বলেন আমরা সবাই যদি যার যার অবস্থান থেকে চেষ্টা করি তাহলে মাদক নির্মূল করা সম্ভব ।
সভাপতি জানান যে, অবস্থানগতভাবে পাংশা একটি অপরাধমূলক এলাকা। সামনে পাংশা উপজেলা পরিষদ নির্বাচন। নির্বাচনকালীন সময়ে যেন পাংশা উপজেলায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি না ঘটে সে বিষয়ে সকলকে সজাগ থাকার জন্য অনুরোধ করেন । মাননীয় প্রধান মন্ত্রী মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহন করেছেন। মাদক আমাদের সমাজের রন্দ্রে রন্দ্রে পৌছে গেছে। মাদকের বিরুদ্ধে নিয়োমিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে। মাদকের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পাওয়া গেলে সেখানে মোবইল কোর্ট পরিচালনা করা হবে। এলাকায় মাদক সেবন, ব্যবসায়ী ও বিক্রয়কারীর সংখ্যা যেন নির্মূল করা যায় এবিষয়ে যার যার অবস্থান থেকে সচেষ্ট থাকতে হবে। বাল্যবিবাহ একটি সামাজিক ব্যাধি। সবাই এক সাথে কাজ করলে বাল্য বিবাহ বন্ধ করা যাবে। ইভটিজিং নিয়ন্ত্রণে রাখার লক্ষ্যে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। মামলার তদন্তের সময় পুলিশকে সঠিক তথ্য প্রদান করা হলে প্রকৃত অপরাধীদের আইনের আওতায় আনা সম্ভব হবে। এছাড়া অবৈধভাবে যারা বালু উত্তোলন করেছেন তাদের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনাসহ প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে মর্মে তিনি সভাকে জানান।

সিদ্ধান্তসমূহ ঃ ক) এলাকায় কোন মাদক বিক্রেতাকে দেখা গেলে তাদের বিষয়ে থানাকে তাৎক্ষনিকভাবে অবহিত করার জন্য সকলকে অনুরোধ করা হলো। খ)পাংশা উপজেলার সন্ত্রাস কবলিত এলাকায় পুলিশ টহল জোরদার করার জন্য অফিসার-ইন-চার্জ, পাংশা থানাকে অনুরোধ করা হলো। গ) সন্ত্রাসীরা এলাকায় প্রবেশের সাথে সাথে পুলিশকে অবহিত করার বিষয়ে

সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণকে অনুরোধ করা হলো।ঘ) বাল্য বিবাহ, নারী ও শিশু নির্যাতন, জঙ্গীবাদী কার্যক্রম, মাদক বিক্রয় ও সেবনকারীদের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ তৈরীর লক্ষ্যে পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদসমূহে আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভা প্রত্যেক মাসে নিয়মিতভাবে আয়োজন এবং উক্ত সভার কার্যবিবরণী জেলা প্রশাসক, রাজবাড়ী ও অত্র দপ্তরের প্রেরণের জন্য মেয়র, পাংশা পৌরসভা ও সকল ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানগণকে অনুরোধ করা হলো।_ঙ) অবৈধ বালুর ব্যবসা বন্ধ করার জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় । সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোহাম্মদ জাফর সাদিক চৌধুরী)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
পাংশা,রাজবাড়ী।
মোবাঃ নং-
০১৭৩৩৩৩৩৬৪০৫
Email:unopangsa@mopa.gov.bd

স্মারক নং ০৫.৩০.৮২৭২.০০২.১০.১০০.২৮- ৫৬৯ (৫০) ৪২ তারিখঃ-২৮/১০/২০২২ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো ঃ

১। মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য, রাজবাড়ী-২।
২। জেলা প্রশাসক, রাজবাড়ী।
৩। পুলিশ সুপার, রাজবাড়ী।
৪। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, পাংশা, রাজবাড়ী ।
৫। মেয়র, পাংশা পৌরসভা, পাংশা, রাজবাড়ী
৬। ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, পাংশা, রাজবাড়ী।

অবগতি ও কার্যার্থেঃ

৭। চেয়ারম্যান,.....ইউনিয়ন পরিষদ, পাংশা, রাজবাড়ী।
৮। উপজেলা ..... অফিসার, পাংশা,রাজবাড়ী।
৯। জনাব .....।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার
পাংশা, রাজবাড়ী।